মুঘল নারীদের স্থাপত্য নির্মাণ

ইতিমাদ-উদ-দৌলা

শিল্প ও কারুশিল্পের এমন কোনো শাখা ছিল না যেখানে নূরজাহান বেগম অবদান রাখেননি। সাহিত্য, স্থাপত্য, বাগান, পোশাকের ডিজাইন, গৃহসজ্জা, শিকার প্রভৃতি সব কিছুতেই আগ্রহ ছিল তার। তবে স্থাপত্য শাখায় তার অবদান আর সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নূরজাহানের নকশা বা পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত স্থাপনার মধ্যে আছে আগ্রায় তার পিতার সমাধি ইতিমাদ-উদ-দৌলা, জলান্ধরের কাছে নূর মহল সরাই, তার স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি, কাশ্মীরের শ্রীনগরে পাথর মসজিদ এবং লাহোরে তার নিজের সমাধি

● শানজিদ অর্ণব

মুঘল সম্রাটদের প্রায় সবারই ছিল দর্শনীয় স্থাপনা নির্মাণের ঝোঁক। এ চর্চায় পিছিয়ে ছিলেন না মুঘল পরিবারের নারীরাও।

তবে সম্রাট বাবর বা হুমায়ুনের আমলে মুঘল নারীদের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য কোনো স্থাপনা তৈরি হয়নি। ভারতে মুঘল নারীদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত প্রথম উল্লেখযোগ্য স্থাপনাটি হলো দিল্লিতে অবস্থিত সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি। এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন হুমায়ুনের স্ত্রী হাজি বেগম। ভারতে মুঘল স্থাপনারীতির বিকাশে এ সমাধিটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নির্মাণশৈলী এবং চেতনার দিক থেকে এ সমাধিটি ছিল পারস্য এবং ভারতীয় নির্মাণ রীতির মিলন। এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয়েছিল ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এ সমাধি সংলগ্ন বাগানও মানুষকে মুগ্ধ করে। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এ স্থাপনার প্রশংসা করে বলেছেন, 'কেউ যদি বেহেশত দেখতে চায় তাহলে তাকে হুমায়ুনের বাগান দেখতে বলো।' এছাড়া হাজি বেগম 'আরবান সরাই' নামে একটি সরাইখানা নির্মাণ করিয়েছিলেন, যেখানে ৩০০ লোকের জন্য ব্যবস্থা থাকত।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের অবদান

মুঘল পরিবারের নারীদের কথা উঠলে রূপে-গুণে যার নামটি সবার আগে চলে আসে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান। তখনকার শিল্প ও কারুশিল্পের এমন কোনো শাখা ছিল না যেখানে নূরজাহান বেগম অবদান রাখেননি। সাহিত্য, স্থাপত্য, বাগান, পোশাকের ডিজাইন, গৃহসজ্জা, শিকার প্রভৃতি সব কিছুতেই আগ্রহ ছিল তার। তবে স্থাপত্য শাখায় তার অবদান আর সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নূরজাহানের নকশা বা পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত স্থাপনার মধ্যে আছে আগ্রায় তার পিতার সমাধি ইতিমাদ-উদ-দৌলা, জলান্ধরের কাছে নূর মহল সরাই, তার স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি, কাশ্মীরের শ্রীনগরে পাথর মসজিদ এবং লাহোরে তার নিজের সমাধি। ইতিমাদ-উদ-দৌলা নির্মিত হয় সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৬২২-১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ সমাধিতে রয়েছে নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগ ও মাতা আসমত বানু বেগের কবর। গবেষকরা বলেন, এ স্থাপনায় মেয়েলি সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। স্থাপনাটি আকারে খুব বৃহৎ নয়, কিন্তু অনবদ্য কারুকাজের সমাহার দেখা যায় এতে। পুরো স্থাপনাটি সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি, যাতে আছে বিভিন্ন পাথরের কারুকাজ। ডে লায়েটের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এ সমাধি নির্মাণে সে সময় এক কোটির বেশি রুপি খরচ হয়েছিল। কথিত আছে, নূরজাহান পুরো সমাধিটি রুপা দিয়ে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় আবহাওয়ার জন্য মার্বেল পাথর উপযুক্ত হওয়ায় সেটাই ব্যবহার করা হয়। সমাধি নির্মাণের পুরো খরচ নূরজাহানের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হয়েছিল। ইতিমাদ-উদ-দৌলা বিভিন্ন কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ স্থাপনাটিকে বলা হয় লাল চুনাপাথরের

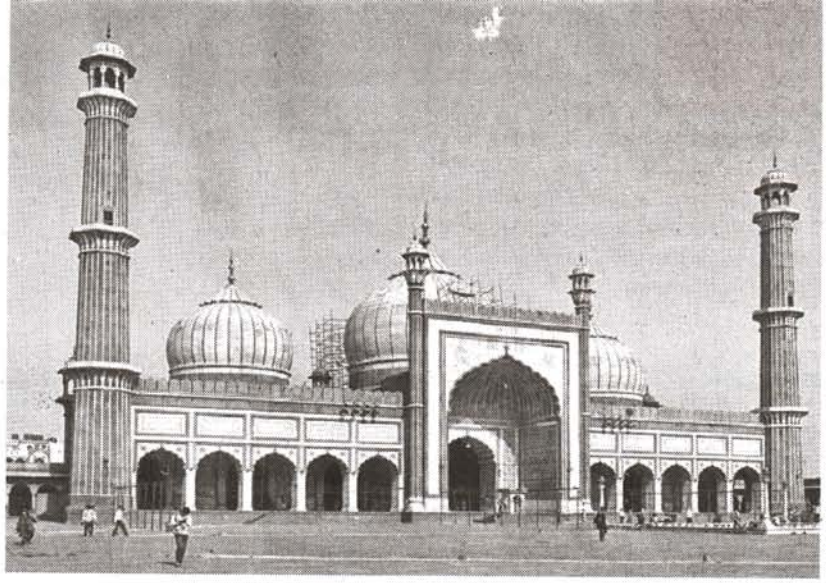

ভারতীয় রীতি ও মার্বেলের পারস্য স্থাপত্যরীতির মিলন। এর পুরো মার্বেল নির্মিত কাঠামো এবং তাতে পাথরের 'পিয়েত্রা-দুরা' নামে পরিচিত কারুকাজ, দেয়ালে পারস্যের মোটিফ ব্যবহার সবই গ্রহণ করা হয় তাজমহল নির্মাণে।

মুঘল আমল ছিল অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতির যুগ। রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ হওয়ায় নতুন নতুন সড়ক তৈরি হতে থাকে। রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকাকে সংযুক্ত করতে তৈরি হয় এসব সড়ক। পথচারীদের সুবিধার জন্য রাস্তার পাশে গাছ লাগানো, কুয়া তৈরি এবং সরাইখানা নির্মাণ করা হয়। এসব কাজে মুঘল সম্রাটদের পাশাপাশি নজর দিতেন সম্রাজ্ঞীরাও। যেমন– সম্রাজ্ঞী নূরজাহান পাঞ্জাবের কাছে জলান্ধরে নূর মহল সরাই নির্মাণ করিয়েছিলেন ১৬২০ সালে। এ সরাই নির্মাণের পুরো ব্যয় নূরজাহান নিজেই বহন করেন। সে সময় নূরজাহান নির্মিত এ সরাইখানাটি বেশ বিখ্যাত ছিল। স্থানীয়দের কাছে এটি 'সরাই নূর মহল' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া, নূরজাহান আগ্রাতে আরেকটি সরাইখানা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

পাথর মসজিদ, শ্রীনগর, কাশ্মীর : কাশ্মীরে মুঘলদের তৈরি স্থাপনার অন্যতম একটি হলো পাথর মসজিদ। এ মসজিদটি কাশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থিত। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এ মসজিদটি নির্মাণ করান। এটি শাহী মসজিদ নামেও পরিচিত। পাথর নির্মিত এ মসজিদটি কাশ্মীরের অন্য আর সব স্থাপনা থেকে ভিন্ন শৈলীর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মসজিদটি নামাজ আদায়ের জন্য কখনো ব্যবহৃত হয়নি। একজন নারী নির্মাণ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি

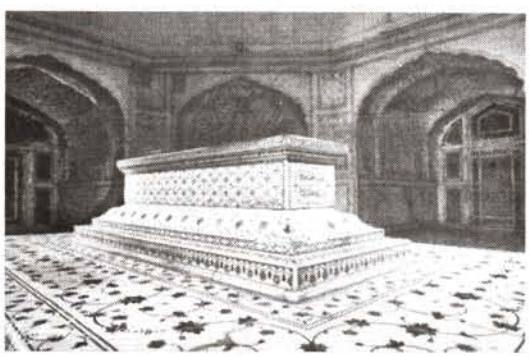

করেছেন বলে মসজিদটি স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যবহার করেননি।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি, লাহোর : লাহোরে অবস্থিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি নির্মিত হয়েছিল নূরজাহান বেগমের তত্ত্বাবধানে। লাহোর থেকে ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নূরজাহানের নিজস্ব বাগান 'দিলকুশা'য় নির্মিত হয়েছিল এ সমাধি। সমাধি ভবনের ভেতরে অবস্থিত সম্রাট

দিল্লির বিখ্যাত জামে মসজিদ

জাহাঙ্গীরের শবাধারটি সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত। পুরো সমাধিটি লাল বেলেপাথরে নির্মিত, যার মধ্যে আছে মার্বেলের কাজ।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমাধি, লাহোর : নূরজাহান নিজের অর্থ ব্যয় করে অন্যদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুদৃশ্য সমাধি নির্মাণ করলেও নিজের সমাধিটি তৈরি করিয়েছিলেন বেশ সাদামাটাভাবেই। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর অনেকটা একাকী জীবনযাপন করতেন নূরজাহান। নূরজাহান মৃত্যুবরণ করেন ১৬৪৮ সালে। তার সমাধিটি জাহাঙ্গীরের সমাধির কাছেই রবি নদীর তীরে অবস্থিত। নকশার দিক থেকে এ সমাধিটির সঙ্গে নূরজাহানের পিতার সমাধি ইতিমাদ-উদ-দৌলা এবং জাহাঙ্গীরের সমাধির সঙ্গে মিল আছে। যদিও প্রথম দুটির জাঁকজমক ছিল না নূরজাহানের সমাধিতে।

অনেকের কাছে নূরজাহানের সমাধি একটি রহস্য। অনেকেরই প্রশ্ন-এ সমাধি কি পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ শেষ হয়েছিল, না অংশত নির্মিত হয়েছিল? কিন্তু নূরজাহানের এপিটাফে লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তির দিকে নজর দিলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নূরজাহান নিজেই নিজের জন্য এ সাদামাটা সমাধির পরিকল্পনা করেছিলেন।

'মৃত্যুর পর আমার কবরে
কোনো মোমবাতি জ্বলবে না, ছড়িয়ে থাকবে না জুঁই ফুল,
কাঁপাকাঁপা শিখায় কোনো মোমবাতি
স্মরণ করাবে না আমার খ্যাতি,
মাথার ওপর কোনো বুলবুল গান গেয়ে
দুনিয়াকে জানাবে না যে আমি মৃত।'

শাহজাদী জাহানারা বেগমের অবদান

তাজমহলের স্রষ্টা সম্রাট শাহজাহানের দুই কন্যা জাহানারা এবং রোশনারা বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণে সক্রিয় ছিলেন। এ দুই শাহজাদী শুধু সমাধি নির্মাণ নয় বরং আরো নির্মাণ করিয়েছিলেন বাগান, প্রাসাদ, বাজার, মসজিদ, সরাই প্রভৃতি।

বেগম সাহেবা নামে পরিচিত জাহানারা বেগম কাশ্মীরে কারুকাজ করা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। মসজিদটি জাহানারা নির্মাণ করেছিলেন সে সময়ের একজন জ্ঞানী মানুষ মোল্লা শাহ বাদাকশানীর জন্য। মসজিদটি ঘিরে নির্মাণ করা হয়েছিল বেশ বড় ভবন। এ ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল গরিবদের থাকার জন্য। মসজিদ এবং গরিবদের আবাস–দুটোরই খরচ জাহানারা নিজের অর্থ থেকে দিয়েছিলেন।

মসজিদ নির্মাণে জাহানারা বেগমের শ্রেষ্ঠ কীর্তি দিল্লির বিখ্যাত জামে মসজিদ। নিজের সম্পদ থেকে পাঁচ লাখ রুপি খরচ করে এ বিখ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করান জাহানারা। ব্যবসা-বাণিজ্যে বণিকদের সুবিধার জন্য অনেক সরাইখানা নির্মাণ করেন জাহানারা। যেগুলোর কথা পাওয়া যায় মুঘল সাম্রাজ্যে বিদেশি পরিব্রাজক মানুচ্চি, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের, তাভেরনিয়ারের বৃত্তান্তে। দিল্লির বিখ্যাত চাঁদনী চক বাজারও জাহানারার কীর্তি। আজকের দিনেও এটি দিল্লির অন্যতম জনপ্রিয় বাজার।

সম্রাট শাহজাহানের অপর কন্যা রোশনারা বেগম দিল্লিতে তার সমাধি তৈরি করিয়েছিলেন, যা দিল্লির সবচেয়ে বড় বাগানের একটি। সাদা মার্বেলে তৈরি এ সমাধি। সমাধি সংলগ্ন বাগান এখনো রোশনারার বাগান নামে পরিচিত।

শাহজাদী জিনাত-উন-নিসার অবদান

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা জিনাত-উন-নিসা বেগম জ্ঞান এবং দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। মুঘল স্থাপত্যে নারী হিসেবে তিনিই শেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৭টি সরাইখানা নির্মাণ করিয়েছিলেন তিনি। নিজের খরচে দিল্লিতে একটি দর্শনীয় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন জিনাত। মসজিদটি জিনাত-উল-মসজিদ নামে পরিচিত।

তথ্যসূত্র : ড. সোমা মুখার্জি, *রয়াল মুঘল লেডিস অ্যান্ড দেয়ার কন্ট্রিবিউশন*, জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, নয়াদিল্লি ২০১১। ■